সূচিপত্র

এ বই যাদের জন্য ┇ ১৩
টার্গেট ┇ ১৪
জীবন পরিবর্তন ┇ ১৫
কাইস, তোমার লায়লা কোথায়?! ┇ ১৬
আলোচনায় যাওয়ার আগে ┇ ১৭
অবতরণিকা ┇ ১৯
মানুষ দুধরনের ┇ ২৩
ইশক ও মহব্বতের মাঝে পার্থক্য ┇ ২৫

প্রথম অধ্যায় : জান্নাত কেন?

১. আমাদের প্রথম বাড়ি ┇ ২৯
ক. জন্মভূমির প্রতি আগ্রহ ┇ ৩০
খ. দীর্ঘ আশা না রাখা ┇ ৩২
গ. স্বদেশ পরিচিতি ┇ ৩৪
ঘ. গুরবত (অপরিচিত হওয়া) ┇ ৩৭
২. জীবনের অপর নাম ব্যবসায়িক চুক্তি ┇ ৩৮
অর্পণ করুন এবং গ্রহণ করুন!! ┇ ৪১
সাহাবিগণ আগেই নিজেদের বিক্রি করেছিলেন! ┇ ৪৪
অন্যজন নিজেকে শত্রুর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে! ┇ ৪৫
জেনে রাখুন... সহজ হবে ┇ ৪৭
যৌক্তিক সংযোগ ┇ ৪৯
হে দুনিয়াপ্রেমী ┇ ৫১
ভালোবাসার সাগরে! ┇ ৫২
আকাঙ্ক্ষার চারা রোপণ ┇ ৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : জান্নাতের নিয়ামত

জান্নাতের প্রথম দৃশ্য ┋ ৬২

জান্নাত কী? ┋ ৬৪

প্রথমত, দৈহিক ও বস্তুগত উপভোগ ┋ ৬৫

১. চিরস্থায়ী হওয়া ┋ ৬৫

২. ক্লান্তির প্রস্থান ┋ ৭৩

৩. জান্নাতের সর্বনিম্ন নিয়ামত ┋ ৭৫

৪. জান্নাতের দরজাসমূহের প্রশস্ততা ┋ ৮২

৫. জান্নাতের দরজাগুলো খোলা কেন? ┋ ৮৪

৬. আপনি যা-ই চাইবেন ┋ ৮৫

দ্বিতীয়ত, চোখের স্বাদ ┋ ৯০

১. আয়তলোচনা হুর ┋ ৯০

২. আল্লাহর দিদার ┋ ৯৫

তৃতীয়ত, আধ্যাত্মিক স্বাদ ┋ ১০১

১. দুশ্চিন্তার বিদায় ┋ ১০১

২. ক্রোধ ও হিংসার বিদায় ┋ ১০৩

৩. ভয় দূর হয়ে যাওয়া ┋ ১০৫

৪. আল্লাহর ক্রোধের সমাপ্তি ┋ ১০৬

চতুর্থত, যা গোপন আছে, তা আরও বিশাল ┋ ১০৯

তৃতীয় অধ্যায় : মূল্য পরিশোধের পূর্বে

১. কথায় নয়, কাজে প্রমাণ ┆ ১১৩

২. ক্ষতিকর মুহূর্ত ┆ ১১৮

৩. বিস্ময়কর বিষয় ┆ ১২০

৪. সবর এক বিরল আমল ┆ ১২২

৫. জান্নাতের স্থানসমূহ নির্ধারিত ┆ ১২৮

৬. হয়তো জান্নাত, নয়তো জাহান্নাম ┆ ১৩১

৭. তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরদাওস প্রার্থনা করো! ┆ ১৩৪

৮. বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা ┆ ১৩৬

৯. আল্লাহর অনুগ্রহ, আপনার শ্রেষ্ঠত্ব নয় ┆ ১৪০

১০. আপনি নিজের মর্যাদার স্তর ঠিক করে নিন ┆ ১৪৩

১১. অগ্রবর্তীদের কাফেলায় ┆ ১৪৭

চতুর্থ অধ্যায় : লায়লার প্রেমিকগণ

প্রথমত, জিকির ┆ ১৫৭

প্রথম প্রকার : নির্ধারিত কিছু জিকির ┆ ১৬০

১. সাইয়িদুল ইসতিগফার ┆ ১৬০
২. মর্যাদাবান দুআ ┆ ১৭১
৩. বাজারে প্রবেশের দুআ ┆ ১৯১
৪. জান্নাত প্রার্থনা ┆ ১৯৫

দ্বিতীয় প্রকার : জিকির অনেক ধরনের ┆ ১৯৭

দ্বিতীয়ত, সালাত ┆ ২০২

তৃতীয়ত, সিয়াম ┆ ২০৭

চতুর্থত, আল্লাহর পথে ব্যয় করা ┇ ২০৯
তারা বিনিময়ে জান্নাত গ্রহণ করেছেন! ┇ ২১১
পঞ্চমত, আল্লাহর পথে জিহাদ করা ┇ ২১৫
আমর নাকি হিশাম ┇ ২১৭
অন্য রকম ভালোবাসা! ┇ ২১৮
শহিদদের সর্দার হলেন নবি! ┇ ২১৯
আহ, নারীদের আত্মসম্মান! ┇ ২২০
ষষ্ঠত, মুসলিম পরিবার ┇ ২২২
১. পিতা ┇ ২২২
২. মাতা ┇ ২২৪
৩. কন্যা-সন্তান ┇ ২২৮
৪. স্বামী ┇ ২২৯
সপ্তমত, উত্তম চরিত্র ┇ ২৩১
বাজার ও মন্দ ┇ ২৩৩
সর্বশেষ... মানুষের সাক্ষ্য ┇ ২৩৫

পঞ্চম অধ্যায় : অন্য দল জান্নাত বিক্রি করে দিয়েছে

প্রথম জান্নাত-বিক্রেতা : সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী নারী ┇ ২৪২
দ্বিতীয় জান্নাত-বিক্রেতা : মন্দ প্রতিবেশী ┇ ২৪৪
তৃতীয় জান্নাত-বিক্রেতা : রুগ্‌ণ হৃদয়ের অধিকারী ┇ ২৪৬
চতুর্থ জান্নাত-বিক্রেতা : অহংকারী ┇ ২৪৯
পঞ্চম জান্নাত-বিক্রেতা : চোগলখোর ┇ ২৫২
ষষ্ঠ জান্নাত-বিক্রেতা : হারাম ভক্ষণকারী ┇ ২৫৬
সপ্তম জান্নাত-বিক্রেতা : প্রতারক শাসক ┇ ২৫৮

ষষ্ঠ অধ্যায় : মনকে জান্নাতের দিকে ধাবিত করা

জান্নাত সবার আগে ┋ ২৬১

১. গোড়া থেকে শুরু করুন ┋ ২৬৪

২. শুরুটা কঠিন ┋ ২৬৫

৩. আট পথ ┋ ২৬৭

৪. জান্নাতের প্রতি পথ-নির্দেশকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে ┋ ২৭০

৫. ঝেড়ে ফেলুন ┋ ২৭০

৬. ইচ্ছা ও সক্ষমতা ┋ ২৭১

৭. ওপরের দিকে নজর দিলেও শান্তি মিলে ┋ ২৭২

৮. ওজর ছেড়ে দিন ┋ ২৫৭

৯. নিজের গুনাহকে কাজে লাগান ┋ ২৭৫

১০. স্থায়ী ফল লাভ ┋ ২৭৭

১১. গাইরত এখানে ┋ ২৭৮

বিচ্ছেদে অশ্রুসিক্ত হোন! ┋ ২৮১

এই কিতাব কখন ফলদায়ক হবে? ┋ ২৮৭

একবার হাসান আল-বান্না ফিলিস্তিনে যুদ্ধের ময়দান পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একটি ছোট্ট ছেলেকে হাতে বন্দুক নিয়ে প্রশিক্ষণ করতে দেখলেন। তার জিহাদি চেতনায় অভিভূত হয়ে হাসান আল-বান্না জিজ্ঞেস করলেন, 'বেটা, তোমার নাম কী?' সে বলল, 'কাইস!' তার নাম শুনে হাসান আল-বান্না ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, 'কাইস, তোমার লায়লা কোথায়?' ছেলেটা বলল, 'আমার লায়লা জান্নাতে।' হাসান আল-বান্না তার উত্তর শুনে খুব খুশি হলেন এবং তার জন্য অনেক দুআ করলেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

এ বই যাদের জন্য

- যে স্থায়ী আবাসের ওপর অস্থায়ী আবাসকে এবং সুস্থতার ওপর অসুস্থতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। যে বিশাল সমুদ্রের বিনিময়ে সংকীর্ণ কূপ কিনেছে। যার মুগ্ধতা অপূর্ব হুরের পরিবর্তে সাধারণ গায়িকাদের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।
- যারা বিপদগ্রস্ত, তাদের জন্য এ বই। এ বই তাদের অন্তরের প্রশান্তির পথ তৈরি করবে এবং তাদেরকে মুক্তির পথ দেখাবে, সর্বোচ্চ প্রতিদান ও সর্বোত্তম পুণ্যের কথা মনে করিয়ে দেবে।
- যারা অঢেল সম্পদের অধিকারী, এ বই তাদের জন্য। এ বই তাদের সতর্ক করবে যে, সবচেয়ে বড় বিলাসিতা ও উপভোগের বস্তু ওপারে তাদের প্রতীক্ষায় আছে।
- যারা আনুগত্যশীল, তাদের জন্য এ বই। এ বই তাদের অন্তরকে স্থির রাখবে, সমকালীন ফিতনার সয়লাব, প্রবৃত্তির উন্মত্ততা ও ভ্রান্তদের ভ্রষ্টতা প্রতিরোধে শক্তি জোগাবে।
- যারা দ্বীনের দায়ি, তাদের জন্য এ বই। যারা মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, নবি-রাসুলদের পদচিহ্ন অনুসরণের কারণে তারা যে কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছেন, সেসব ক্লান্তি ও কষ্টে এ বই তাদের প্রশান্তি দেবে।
- জ্ঞানী-উদাসীন, অনুগত-অবাধ্য, পাপী-তাপী, আমার-আপনার-তার সবার জন্য এ বই।

প্রিয় পাঠক, আমি আপনাদের জান্নাতের আঙিনায় আনন্দ ভ্রমণ ও অনুপম বিনোদনে নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ ও স্বাদ উপভোগের আশায়। আশা করি আপনারা সে আনন্দ পাবেন, সফল হবেন। আসমান ও জমিনসম প্রশস্ত জান্নাত কীভাবে আমাদের জন্য সংকীর্ণ হতে পারে? কেনই বা সব বস্তুকে ঘিরে থাকা আল্লাহর রহমত আমাদের অন্তর্ভুক্ত করবে না?! তাই হতাশা ঝেড়ে ফেলে আশায় বুক বাঁধুন! আশায় মেওয়া ফলবে, জান্নাত আপনার নিবাস হবে!

টার্গেট

সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন, 'যদি যথাযথভাবে আমাদের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস প্রোথিত থাকত, তাহলে আমাদের হৃদয় আনন্দ ও দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ত জান্নাতের আশায় কিংবা জাহান্নামের ভয়ে।'[১]

তাই জান্নাতের স্বাদ উপভোগ করতে এবং জান্নাতের প্রতি বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে এ বইটি গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করুন। কেউ জান্নাতের স্বাদ পেয়ে গেলে অন্য কিছুতে আর মজবে না তার হৃদয়। স্বচক্ষে জান্নাত না দেখা পর্যন্ত সে শান্ত হতে পারবে না, আর যতক্ষণ না সে জান্নাত দেখছে—ততক্ষণ তার মন আনচান করতে থাকবে।

১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৭/১৭।

জীবন পরিবর্তন

এ কিতাব যেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে আসে। এ বই অধ্যয়নের পরের অবস্থা যেন আগের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। একজন মুসলিম অজ্ঞতার কারণে অব্যাহতি পায়। কিন্তু যখন অজ্ঞতা চলে যায়, তখন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, আর কোনো ওজর বাকি থাকে না। এ বইয়ের লেখাগুলো হয়তো আপনার পক্ষে প্রমাণ হবে, নয়তো আপনার বিপক্ষে। তবে আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর অনুগ্রহে এগুলো আপনার পক্ষেই হবে।

কাইস, তোমার লায়লা কোথায়?!

هَلْ هِيَ فِيْ سَاحَاتِ الْبَذْلِ وَحَلْبَةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ

أَوْ هِيَ

فِيْ آهَاتِ الْمُحِبِّيْنَ وَزَفَرَاتِ الْعَاشِقِيْنَ

هَلْ فِيْ دُمُوْعِ السَّجَدَاتِ وَثَنَايَا الْخَلَوَاتِ

أَمْ هِيَ

فِيْ لَهْوِ التِّجَارَاتِ وَأَمْوَالِ الشُّبُهَاتِ

هَلْ هِيَ فِيْ هُمُوْمِ الْمُسْلِمِيْنَ وَنُصْرَةِ الدِّيْنِ

أَمْ هِيَ

فِيْ أَحْوَالِ اللَّاهِيْنَ وَالنُّجُوْمِ الزَّائِفِيْنَ؟!

'সে কি সাধনা আর পরিশ্রমে মেলে—না প্রেমিকদের বোবাকান্নায় কিংবা সকরুণ দীর্ঘশ্বাসে? সে কি আছে বিষণ্ন নির্জন প্রহরে সিজদার অশ্রুমালায়—না ব্যবসার খেলায় দেদারসে কামানো অঢেল সম্পদে? সে কি আছে উম্মাহর কল্যাণচিন্তায় আর দ্বীনের নুসরতের মাঝে—না খেল-তামাশা ও মিথ্যা চাকচিক্যে?

فَقَالَ خَلِيْلِيْ إِذْ رَأَى الدَّمْعَ دَائِمًا *** يَفِيْضُ دَمًا مِنْ مُقْلَتِيْ لَيْسَ يُدْفَعُ

لَئِنْ كَانَ هَذَا الدَّمْعُ يَجْرِيْ صَبَابَةً *** عَلَى غَيْرِ لَيْلَى فَهُوَ دَمْعٌ مُضِيْعُ

'আমার চোখে অবিরাম অবাধ্য অশ্রুধারা দেখে আমার বন্ধু বলে, "লায়লা ভিন্ন অন্য কারও প্রেমে যদি এই অশ্রু প্রবাহিত হয়, তবে অনর্থক এই অশ্রুবিসর্জন।'"

আলোচনায় যাওয়ার আগে

এ বইটি বাস্তবতা এড়িয়ে কল্পনার বিলাস নয়। বাস্তব দুনিয়া থেকে আলাদা করে দেয় এমন কোনো কিছুও নয়। বরং এটি হলো আখিরাতের সমীকরণে দুনিয়ার বিষয়াদি সমাধান করা। আখিরাতের ছায়াতলে বর্তমান জগৎকে সংশোধন করা। আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে জগৎ আবাদ করার আদেশ করেছেন, সর্বোচ্চ প্রতিদান ও সাওয়াবের আশায় বুক বেঁধে সে জগৎকে নিজের জন্য আবাদ করা।

আমার এই লেখার উদ্দেশ্য দুনিয়াকে চিন্তাজগৎ থেকে বের করে দেওয়া নয়; বরং দুনিয়াকে তার আসল জায়গায় রাখা। কারণ দুনিয়া হলো সে বাজার, যেখান থেকে জান্নাত ক্রয় করতে হয় এবং অর্জন করতে হয় প্রভুর সন্তুষ্টি। তাই দুনিয়াতে আপনাকে সে সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে থাকতে হবে, যে সুযোগের সদ্ব্যবহার আপনাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে।

এই বই শুধু মৃত্যু বা মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে রচিত নয়; বরং এ বই জীবন ও জীবনের পূর্ণতা নিয়ে রচিত।

কেন আপনি নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করবেন? কেন আপনার পড়াশোনায় দক্ষতা অর্জন করবেন? কেন নিজের ব্যবসায় সফলতা লাভ করবেন? কেন নিজ পরিবারকে সচ্ছল করবেন? কেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবেন? এ সবই করবেন আল্লাহর আনুগত্য হিসেবে, তাঁর দ্বীনের সাহায্যার্থে এবং তাঁর বান্দাদের খিদমতে। আর যে শক্তি আপনাকে এ সকল দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করবে, সেটা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ও তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার প্রাপ্তির আশা ও হৃদয়প্রশান্তকারী জান্নাতুল ফিরদাওস। সে জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের সহায় হোন।

بسم الله الرحمن الرحيم

অবতরণিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

‘হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।’[২]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

‘হে মানুষ, তোমাদের রবকে ভয় করো; যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর ওই দুজন থেকে অনেক নর-নারী (সৃষ্টি করে পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট (অধিকার) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।’[৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

---

২. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০২।

৩. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১।

‘হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করল।’[৪]

ইমানের কিছু স্টেশন রয়েছে। মানুষ দুনিয়াতে এসব স্টেশন থেকে পাথেয় সংগ্রহ করে এবং আখিরাতের জন্য কল্যাণকর এমন প্রতিটি জিনিসের মাধ্যমে নিজের হৃদয়কে পুনরুজ্জীবিত করে। আল্লাহ তাআলার বিশাল অনুগ্রহ যে, তিনি এমন অনেক স্টেশন তৈরি করে দিয়েছেন, যেখানে আমরা নিজেদের পবিত্র করি। ফলে ক্লান্ত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি না। এর মাঝে নিম্নের বিষয়গুলো রয়েছে :

- মৃত্যুর স্মরণ।
- আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলি নিয়ে তাদাব্বুর করা।
- বান্দার প্রতি আল্লাহর অসীম ভালোবাসা ও অপার অনুগ্রহ নিয়ে চিন্তা করা।
- আল্লাহ তাআলা সর্বদা আমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন, এ অনুভূতি জাগরূক রাখা।
- আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই নেক কাজসমূহের সুফল প্রত্যক্ষ করা।
- ধ্বংসাত্মক গুনাহের পরিণাম নিয়ে ভাবা।

ইমান বৃদ্ধি ও মিজানের পাল্লা ভারী করার অন্যতম মাধ্যম হলো জান্নাত ও জাহান্নামের স্মরণ। দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় হলো জান্নাত ও জাহান্নামের স্মরণ। পাপাচারে নিমগ্ন হৃদয়ের চিকিৎসায় সবচেয়ে সফল ওষুধ হলো জান্নাত ও জাহান্নামের কথা চিন্তা করা। এর মাধ্যমে গুনাহের তীব্রতা ও প্রবৃত্তির মন্দ কামনাবাসনা হ্রাস পায়। মুমিনের চূড়ান্ত গন্তব্য ও মহান লক্ষ্য জান্নাতে পৌঁছানোর জন্যই আল্লাহর তাওফিকে আমার এই কিছু লেখা। (জান্নাত সম্পর্কে কিছু আলোচনা) এখন শুরু করছি... আর আল্লাহ তাআলাই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

---

৪. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

হায়, কীভাবে তারা নৈকট্য পেল আর আমরা বিদূরিত হলাম?! হায়, আফসোস! কীভাবে তারা নৈকট্য পেল আর আমরা বিতাড়িত হলাম?! হায়, আমরা কতটা নির্জীব হয়ে পড়লাম! কোথায় না পাওয়ার বেদনার আর্তনাদ?! কোথায় বিচ্ছেদের অশ্রু?! কোথায় অপূর্ণ আশার আক্ষেপ?! কোথায় অনুতাপ?! মানুষ জান্নাতে প্রাসাদের পর প্রাসাদ গড়ছে—একের পর এক হুর নিজের নামে লিখিয়ে নিচ্ছে আর তুমি নশ্বর দুনিয়ার পেছনে ছুটে চলছ! হায়, তুমি কি ভুলে গেছ?! জান্নাত হলো নববধূর মতো, যার ওপর অন্য কোনো কিছুকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় না। এমনকি এক মুহূর্তও তার থেকে দূরে থেকে মনে হবে আর যেন তর সইছে না। এমন পরম আকাঙ্ক্ষিত জান্নাত থেকে কীভাবে, বলো কীভাবে আমরা দূরে সরে যেতে পারি?!

প্রেমে পড়ার পর কীভাবে প্রেমিকের অভিধানে ঘুম শব্দটি থাকতে পারে?! প্রেমের তাড়নাই তো তাকে নির্ঘুম রাত কাটাতে বাধ্য করবে। হৃদয়ের গভীরে যার স্থান, যার সাথে কিছু দিন কাটিয়েছি, তার থেকে দূরে অবস্থান করে বহুদিন এ দুনিয়ায় পরবাসে রয়েছি, কীভাবে তাকে না পাওয়ার বেদনা ভুলে থাকতে পারি?! শোনো, যে প্রেমিকের অভিধানে এখনো ঘুম শব্দটি রয়েছে, সে তুমি, আর তোমার মতো মানুষ জান্নাতের উপযোগী নয়।

শোনো, প্রভাতের আলো ফোটার আগে রাত সবচেয়ে বেশি আঁধার থাকে। দৃষ্টিশক্তি থাকার পর অন্ধ হয়ে যাওয়া সবচেয়ে বেদনাদায়ক। মিলনের পরের বিচ্ছেদ সবচেয়ে কঠিন।

مَا كُنْتُ أَعْرِفُ مَا مِقْدَارُ وَصْلِكُمْ

حَتَّى هَجَرْتَ وَبَعْضُ الْهَجْرِ تَأْدِيْبُ

'যতদিন আসেনি বিরহ, বুঝতে পারিনি মিলনের মর্যাদা। কিছু বিচ্ছেদ আমাদের শেখায় মিলনের মূল্য কত?'

হে অবাধ্য সম্প্রদায়, তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ; অথচ তিনি তোমাদের সাগ্রহে গ্রহণ করেন! তোমরা গুনাহ নিয়ে তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করছ; অথচ তিনি তোমাদের গুনাহ গোপন করে চলেছেন! তোমরা নিজেদের দূরে সরিয়ে

নিচ্ছ; অথচ তিনি তোমাদের নিকটবর্তী করেন! তোমরা তাঁর নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতায় ব্যয় করছ; অথচ তিনি তোমাদের অবারিত নিয়ামতে ডুবিয়ে রাখছেন! তোমরা তাঁর থেকে দূরে সরে যাচ্ছ; অথচ তিনি তোমাদের কাছে ডাকছেন! হায়, আমরা এতটাই দুরাচারী হয়ে গেলাম!

ওহে, যার ইলাহ সীমাহীন অনুগ্রহশীল!

হে কাইস, তুমি চিরযৌবনা লায়লার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করো।

যদি তোমার হৃদয় অবাধ্যতা করতে করতে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়, তাহলে তার প্রেমের অনলের কাছে নিয়ে এসো আর আমাকে এই বইয়ের মাধ্যমে ভালোবাসার আগুন প্রজ্বলিত করার সুযোগ দাও; যেন তুমি জ্বলে উঠতে পারো নতুন করে; অন্যথায় ঠান্ডা লোহায় হাতুড়ির আঘাত কোনো উপকার বয়ে আনে না।

হে জান্নাতের ব্যাপারে উদাসীন, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে। জান্নাত হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সম্ভবত জান্নাতে যাওয়ার সময় অতি নিকটে। অথচ তুমি এখনো উদাসীন!

প্রেম হৃদ-স্পন্দনের মতো। হৃদয়ের স্পন্দন যেমন কখনো বন্ধ হয় না, তেমনই প্রেমের প্রবাহও কখনো থেমে যায় না। এ স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে মৃত্যু। তাই হয়তো তুমি প্রেমিক না হয় প্রাণহীন!

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْشَقْ وَلَمْ تَدْرِ مَا الْهَوَى

فَكُنْ حَجَرًا مِنْ يَابِسِ الصَّخْرِ جَلْمَدَا

‘তুমি যখন প্রেমে পড়নি—বুঝতে পারনি ভালোবাসা কী, তবে তুমি নিরস নিষ্প্রাণ শিলাখণ্ড বৈ কী।’

মানুষ দুধরনের

এক ধরনের মানুষ আলোতে ঘুমায়, আরেক ধরনের মানুষ অন্ধকারে জেগে থাকে। তুমি কোন কাতারে?!

শোনো, সব গলায় হার মানায় না আর সব মানুষ কল্যাণ পাওয়ার উপযোগী নয়। তাই সর্দি আক্রান্ত মানুষকে আতর উপহার দিতে হয় না। তেমনই নির্বোধকে প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে যেয়ো না। উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ো না। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তুমি যেন এমন না হও।

প্রত্যেকে নিজের মতো করে আমল করে। প্রত্যেক পাত্রে তা-ই পাওয়া যায়, যা তার মাঝে আছে।... জামিলকে হত্যা করেছে বুসাইনার প্রেম, ইজ্জার প্রেম হত্যা করেছে কুসাইরকে, আফরার ভালোবাসা উরওয়াকে হত্যা করেছে আর লায়লার ভালোবাসা হত্যা করেছে কাইসকে, বলো তো তোমাকে হত্যা করেছে কে?!

وَلَا أَدْرَكَ الْحَاجَاتِ مِثْلُ مُثَابِرٍ *** وَلَا عَاقَ مِنْهَا الْفَوْزَ مِثْلُ تَوَانِ

> 'সাফল্য লাভে অধ্যবসায়ীর জুড়ি মেলা ভার আর সফলতার পথে অলসতার চেয়ে বড় কোনো বাধা নেই।'

দুনিয়া হলো সমুদ্র। এ সমুদ্র পেরোলেই জান্নাত। এখানে নৌযান হলো তাকওয়া। আর আমরা সবাই এ সমুদ্র-সফরে আছি।

এ বই জান্নাতের বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে নয়। বরং এগুলো কালো কালিতে প্রেমের কিছু অনুভূতির আঁকিবুঁকি আর দুকলম অনুপ্রেরণা। যার লক্ষ্য তোমার হৃদয়ে চিরস্থায়ী আবাসের ভালোবাসার ফুঁ দেওয়া। উদ্দেশ্য কথাগুলো সর্বদার জন্য জান্নাতকে তোমার মস্তিষ্কে খোদাই করে দেবে; যেন সব সময় তোমার মন জান্নাতের প্রেমে বিভোর থাকে আর সাথে সাথে জান্নাতের জন্য তোমার প্রস্তুতি ও পরিশ্রম চলে। যেন কোনো নেক আমলের কথা কানে আসতেই তা করতে ছুটে যাও তুমি। যেন এর জন্য তোমার সব কষ্ট করা সহজ হয়ে যায়; বরং তোমার সব পরিশ্রমই যেন আনন্দের হয়। যেন তোমার সব আমলই সহজসাধ্য

হয়, স্বভাব-মুসলিমে পরিণত হও তুমি। যেন তোমার হাল-হাকিকত এ দুটো চরণের মতো হয় :

وَمَا زُرْتُكُمْ عَمْدًا وَلَكِنْ ذَا الْهَوَى
إِلَى حَيْثُ يَهْوِيْ الْقَلْبُ تَهْوِيْ بِهِ الرِّجْلُ

'আমি স্বেচ্ছায় তোমাদের কাছে আসিনি। তবে প্রেমিকের কথা একটু আলাদা : হৃদয়ের টান যেদিকে, কদম চলে সেদিকে।'

হে আমার প্রিয় দ্বীনি ভাই,

বাজপাখি ডানা ছাড়া ওপরে উড়তে পারে না। তাই আমার এ বইকে ডানা হিসেবে গ্রহণ করো আর জান্নাতে উড়ে যাও। আর যদি জান্নাতে প্রবেশ করতেই পারো, তাহলে শাফাআত করতে ভুলে যেয়ো না।

ওহে জান্নাতপ্রেমী,

দীর্ঘ আশা থেকে দূরে থাকো। নিজের কাছে থাকা একটি চড়ুই গাছের ওপর বসে থাকা হাজারো চড়ুই পাখি থেকে উত্তম। গতকাল নিয়ে চিন্তা করা হলো অতীত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া। যা মূলত দ্বিতীয়বার সময় নষ্ট করা। আর আগামীকালের ব্যাপারে তুমি জানো না যে, তুমি থাকবে কি থাকবে না! তাই আজকের দিনই হলো তোমার দিন। হ্যাঁ, আজকের দিনই হলো তোমার দিন।

সবশেষে...

এ বইটি নিজেকে শুদ্ধ করার জন্য রচিত। বইয়ের আলোচনা জান্নাতকে ঘিরে। জান্নাতের আলোচনায় পরিপূর্ণ এটি। জান্নাতি নিয়ামতের চিত্রায়ণ হয়েছে এতে। এ বই কেবল কারও জন্য খাস নয়; বরং সমগ্র উম্মাহর উপকারের উদ্দেশ্যে রচিত। এ বইতে মধুর স্মৃতির রোমন্থন হবে পাঠক ও লেখকের একসাথে। এখানে জ্ঞাত বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। যেমন ফজল আর-রাক্কাশি বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আমরা তোমাদের অজানা কোনো বিষয় শেখাতে আসিনি; বরং তোমরা যা জানো, তা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি।'[৫]

৫. নাসরুদ দুর : ২/৬৩।

ইশক ও মহব্বতের মাঝে পার্থক্য

প্রত্যেক ইশককে মহব্বত বলা যায়, কিন্তু প্রত্যেক মহব্বতকে ইশক বলা যায় না। কারণ ইশক হলো মহব্বত থেকে নির্গত একটি বিষয়। যেমনই অপচয় হলো দানশীলতার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা, আর কৃপণতা হলো ব্যয়কে একদম সংকুচিত করে ফেলা। ভীরুতা সীমা অতিরিক্ত সতর্কতা গ্রহণ এবং বীরত্বের সীমালঙ্ঘনকে বলা হয় অদূরদর্শিতা।

আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে একটি সহজাত সংবেদনশীল অনুভূতি রয়েছে। যদি ফজিলতের কাজ, কল্যাণকর কাজ এবং তার ফলস্বরূপ জান্নাত ও জান্নাতের নিয়ামত প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা না থাকত, তাহলে আমাদের হৃদয় ধ্বংস হয়ে যেত! আর এ জন্যই কোনো নারীর ভালোবাসা অথবা ব্যবসা বা পেশার ভালোবাসা হৃদয়ে থাকা স্বাভাবিক। আজ জান্নাত ও জান্নাতের বিপরীতে থাকা ধ্বংসের মাঝে প্রতিযোগিতা চলছে। উভয়ের কে আপনাকে অধিকার করে নেবে, উভয়ের কে আপনার লাগাম তার হাতে নেবে—এ প্রতিযোগিতায় রয়েছে তারা। সবশেষে যে-ই বিজয় হোক না কেন, সে তার প্রতিপক্ষের জন্য তার বিজিত মানুষকে ছাড়তে নারাজ আর তার জন্য ছাড়া অসম্ভবও বটে।

বস্তুত অন্তর তার অভ্যন্তরের বহু কামনার সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করে। যখন তাদের যেকোনো একটি পক্ষ শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে পড়ে, তখন শক্তিশালী পক্ষ দুর্বল পক্ষের ওপর জিতে যায়। আর তখন বিজয়ী পরাজিতকে বের করে দেয়। দুনিয়া যখন আপনার হৃদয় দখল করে নেয়, তখন আপনার হৃদয়ের অভ্যন্তরে সে শত্রুতা শুরু করে দেয়। বাইরের শত্রুকে তো চিহ্নিত করে শেষ করা যায়, কিন্তু শত্রু যদি নিজের অন্তরে থাকে, তাহলে তা থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায়?!

এ আলোচনার সারমর্ম একটি ফরাসি প্রবাদে যথার্থভাবে উঠে এসেছে :

এক রাজা জনৈক ইবাদতগুজারকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কখনো আমার কথা স্মরণ করো না?!'

সে বলল, 'হ্যাঁ, যখন আমি আমার রবকে ভুলে যাই!'